ভুল-পথেতে যখন ওগো চল্‌ব বারে বারে;
ক'রো আমায় মানা।
আকুল প্রাণে চাইব যখন দিয়ো দয়া ক'রে
তব, চরণ-ধূলি-কণা॥
আমার পরাণেতে দাও গো শক্তি,
হৃদয়েতে পরম ভক্তি,
তুমি কাজের শেষে দিয়ে মুক্তি
ঘুচাও ক্ষুদ্রতা।
সকল কাজে আমায় তুমি জানাও দয়া ক'রে,
তোমার বিপুল ক্ষমতা॥

শ্রীপাঁচুগোপাল চট্টোপাধ্যায়
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

মা

যুগে যুগে কবি তোমার
গাইছে ওমা গান,
তবুও তোমা যায় না আঁকা,
ভরে না মোর প্রাণ।
তুমি আমার জগৎ-জোড়া,
পরাণ মন নয়ন-যোড়া,
ভুবন মাঝে নাইকো জোড়া,
নাহিক ইথে আন্।

ওমা হেরি তোমায় মাঠে মঠে,
আঁকা আমার চিত্তপটে,
স্বচ্ছ সুনীল আকাশ-তটে,
ভাসে মূরতিখান্ !

তুমি আমার প্রকৃতি-মা
খেল্‌ছে মুখে হাসি,
তোমার কোলে জন্ম আমার
তোমার বুকে ভাসি।

তোমার হাসি চাঁদের কণায়,
পাপ্‌ড়ি-ঘেরা ফুলের কানায়,
সবুজ কানন বিশ্বখানায়
ঝর্‌ছে রাশি রাশি।

ওমা, মৌর চাকে মধু-ভরা
গাছের ফলে সুধা-ঝরা
তোমার স্নেহ স্তন্যক্ষরা
বড়ই ভালবাসি।

ঝিলিক্-মারা তড়িৎ সাথে
পাহাড়-গায়ে ঝরণা-পাতে
ঢেউ-খেলানো শস্যে মাতে
তোমার রূপের বান্।

নদীর ধারা তোমার স্নেহ,
গাছের ছায়া তোমার গেহ,
কোথায় এমন পাবে কেহ,
আশীষ-ভরা দান।

তুমি আমার পশুরাণী,
গহন বনের পক্ষী-প্রাণী,
জনম্-দাত্রী ঠাকুরাণী,
কোলে দেছ স্থান।

আপন দুঃখ বেদন ভুলে
আমায় নেছ বুকে তুলে,
এই ভিক্ষা চরণ-মূলে—
রাখি তোমার মান।

শ্রীঅনিলকুমার সরকার
প্রথম বার্ষিক শ্রেণী।

মুক্তিপথের যাত্রী

মুক্তি-পথের যাত্রী মোরা
গুপ্ত তেজের মঞ্জরী।
আঁধার-কারার বাঁধন ভেদি'
মুক্ত আলোয় সঞ্চরি।
মায়ের আশার গুপ্ত মাণিক
চিত্তে মোদের জ্বল্‌ছে আজ।
ছাইব জগৎ সেই আলোতে
এইত মোদের সবার কাজ।